তারিখ 2 8 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৭৪ কলাম ৬

কালের কণ্ঠ

মাদ্রাসাই নয়, শিক্ষিত আধুনিক শ্রেণিও জঙ্গিবাদের টার্গেট

সাদাকালো

আহমদ রফিক

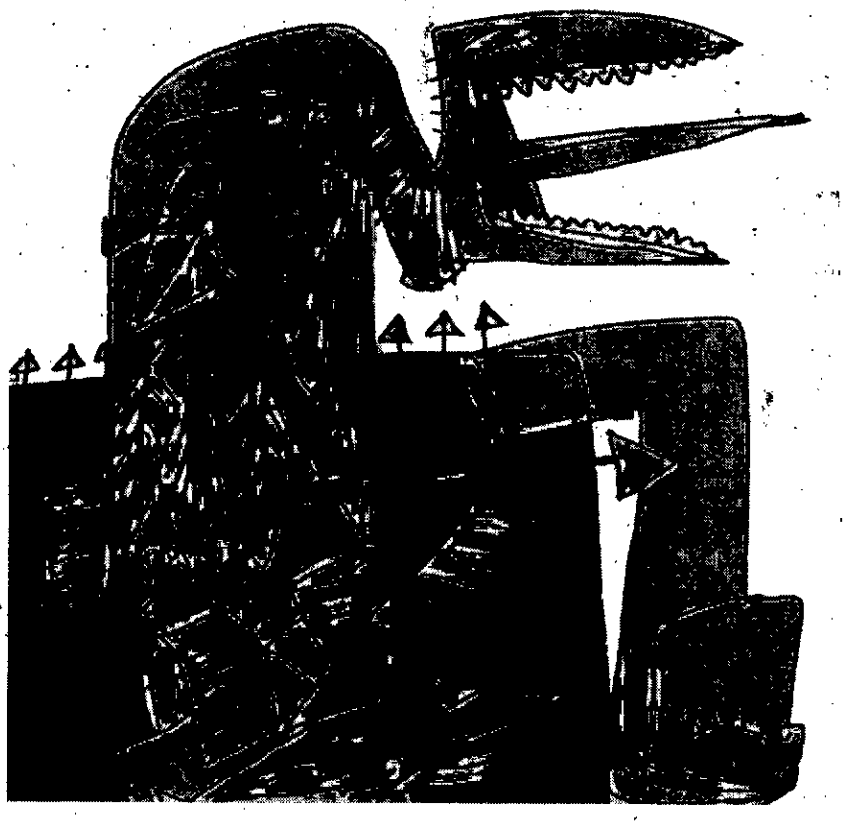

বাংলাদেশ সরকারের অনুধাবন করা দরকার যে এখনো সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব জঙ্গিবাদের প্রতি সমর্থন গৌণ পর্যায়ে। তবে অবহেলায়, অনীহায় তা যে বিস্ফোরক পর্যায়ে পৌঁছবে না এমন কথা কিন্তু নিশ্চিত বলা যায় না। তাই এ ক্ষেত্রে 'সময়ের এক ফোঁড়' জাতীয় আপ্তবাক্যটির তাৎপর্য মাথায় নিয়ে প্রতিরোধ ও প্রতিকারে তৎপর হওয়া দরকার। নিশ্ছিদ্র তল্লাশির মাধ্যমে শুধু অপরাধীদের ধরা নয়, এ-জাতীয় রাষ্ট্রবিরোধী সংগঠনের উচ্ছেদও সবার কাম্য

সম্প্রতি সংবাদপত্রের একটি খবর গণতান্ত্রিক চিন্তার মানুষ মাত্রেরই মনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করবে। মনে হতে পারে, কোন পথে চলছে বাংলাদেশি সমাজ। সেই কবে দু-চারজনের কণ্ঠে স্লোগান উঠেছিল, 'আমরা হব তালেবান, বাংলা হবে আফগানিস্তান।' পাকিস্তানি তালেবানরা সেই থেকে সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ সহায়তায় আফগানিস্তানকে গোলাগুলি, বারুদ ও জঙ্গিবাদের আখড়া বানিয়ে ছেড়েছে। এখনো রক্তাক্ত হচ্ছে পার্বত্য ভূমির একদা শান্তিপূর্ণ আনাচ-কানাচ, শহরের কেন্দ্র থেকে সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত। এ ভয়াবহতা থেকে আফগানিস্তান কবে মুক্তি পাবে, আদৌ পাবে কি না সেটাই ভাবনার বিষয়।

মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, জিহাদ এখন বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে। এর মূলে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতি—এমন অভিযোগ কি অস্বীকার করা যাবে? যাবে না। শান্তির আবহাওয়াকে আধুনিক মারণাস্ত্রের আগুনে পুড়িয়ে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উদ্ভব ঘটিয়ে একে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার প্রধান কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের, নেপথ্যে তাদের পররাজ্য গ্রাসের আগ্রাসী নীতি এবং স্বার্থান্ধ লোভ-লালসা।

এ সমস্যা গোড়া থেকেই বাংলাদেশকে স্পর্শ করেছে, বিশেষভাবে সমাজের রক্ষণশীল অংশকে এর বাড়বাড়ন্ত ক্রমান্বয়ে বিশ্ব জঙ্গিবাদের নানা মতাদর্শিক উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে। সেই সঙ্গে জঙ্গিবাদ নিয়ে দেখা যাচ্ছে নানা মতাদর্শগত বিচার-ব্যাখ্যা। এমনকি এ কথাও বলা হচ্ছে যে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ সন্ত্রাস বাড়িয়ে তুলছে। সন্দেহ নেই এর সূচনা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কারণে। তাই বলে বর্তমান পরিস্থিতিতে কি আক্রান্ত দেশগুলো সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম শুরু না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে? বসে বসে দেখবে আইএসের মানুষ শিকারের বর্বরতা। তবে এ কথাও ঠিক যে বর্বরতা দিয়ে বর্বরতা ঠেকানোর নীতি বিশ্ববিচারে প্রশ্নবিদ্ধ। এখানে রয়েছে এক জোরালো 'কিন্তু'।

আবার এ দেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার নিয়ে কোনো কোনো ধীমানের এমন মন্তব্যও প্রশ্ন জাগায়, যেখানে বলা হয়েছে: 'মতাদর্শ জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার কারণেই ধর্মবিদ্বেষী, ধর্মবিরোধী ও ধর্মহীন সংগঠনগুলো ব্যর্থ হয়েছে। ধর্মের নামে নতুন করে অস্ত্র নিয়ে সংগঠিত ধর্মাশ্রয়ী জঙ্গি গোষ্ঠীর পরিণতিও ঠিক একই হবে।' এমন চিন্তকও বাংলাদেশে খুব একটা কম নয়। তাদের মতে, অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতোই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে উগ্র ধর্মীয় জঙ্গিবাদ দমন করার কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

দুই.

পাকিস্তান থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশ তথা এ উপমহাদেশে ইসলামী জঙ্গিবাদ তৈরির ক্ষেত্রে মাদ্রাসাগুলোর ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে মূলত পাকিস্তানে মাদ্রাসাভিত্তিক তালেবান সদস্যদের কারণে। অবিভক্ত ভারতে মাদ্রাসাগুলো দুই রাজনৈতিক চিন্তার ধারক হলেও পাকিস্তান বা বাংলাদেশে সে অবস্থা নেই। বছর কয়েক আগে চট্টগ্রামের মাদ্রাসা থেকে সূচিত হেফাজতে ইসলামের ঢাকা অবরোধ ও ক্ষমতা দখলের চেষ্টার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট।

অন্যদিকে আইএসের বর্বর উত্থানের পর এর বহুমাত্রিক [illegible]ভাব বিস্ময়কর, সন্দেহ নেই। শুধু যে মাদ্রাসাগুলোই [illegible]দের উৎস, তা নয়। আধুনিক শিক্ষার পীঠস্থান [illegible] কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের [illegible] যে অল্প হলেও যে জঙ্গিবাদী প্রবণতা দেখা [illegible] সামাজিক গুরুত্ব বহন [illegible]ছে। [illegible]সময় আফগানি তালেবানি যুদ্ধে [illegible]গুলো ছিল ধর্মীয় রক্ষণশীল [illegible] দিচ্ছে শিক্ষিত তরুণ-তরুণী। বাংলাদেশ ব্যতিক্রম নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার একটি কথা বহুল প্রচলিত যে দারিদ্র্য মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান কারণ। এটি আংশিক সত্য, অর্থাৎ অর্ধেক সত্য। এমন বহু নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা জানি, যেখানে অভিভাবকের ইচ্ছা তাদের একাধিক সন্তানের অন্তত একটি যেন মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। উদ্দেশ্য, একদিকে আপন ধর্মীয় সাধ পূরণ, অন্যদিকে সন্তানটির ভবিষ্যৎ প্রচলিত ধারা থেকে ভিন্নদিকে ঠেলে দিয়ে কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। তা ছাড়া পারলৌকিক প্রাপ্তি রয়েছে।

কাজেই দারিদ্র্যই বাঙালি মুসলমান সমাজে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের একমাত্র কারণ, এমন ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। ধর্মীয় চেতনা সেখানে অন্যতম প্রধান কারণ। আর এখনকার আইএসকেন্দ্রিক জিহাদি প্রবণতার মূল কারণ ইসলামবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার প্রতিক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মগজ ধোলাই, যা তরুণদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ধর্মীয় জঙ্গিবাদের বিষয়টি মূলত রাজনৈতিক সামাজিক চরিত্রের।

এবার মূল কথায় অর্থাৎ সম্প্রতি প্রকাশিত জঙ্গিবিষয়ক সংবাদে আসি। সংবাদের শিরোনাম 'দেশে সশস্ত্র জিহাদের ভাবনা!' 'ফেরতের এক মাস পর ২৬ জনের নাম ও ছবি প্রকাশ করেছে সিঙ্গাপুর।' সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার হওয়া এই ২৬ জনের জিহাদি পরিকল্পনা বুঝতে সাহায্য করছে বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের সামাজিক চরিত্র। ঘটনা শুধু মাদ্রাসা বা ধর্মীয় অঙ্গনে সীমাবদ্ধ নেই।

সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষের মতে, এরা ইয়েমেনি আল-কায়েদা নেতার উগ্র ইসলামী মতাদর্শে বিশ্বাসী। সেই সঙ্গে ইরাক-সিরিয়াভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন 'ইসলামিক স্টেট'-এর সমর্থক। গ্রেপ্তারকৃতদের পরিচয় হচ্ছে তারা সিঙ্গাপুরে কর্মরত নির্মাণশ্রমিক। কিন্তু উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বড় কারণ তরুণ শিক্ষিত শ্রেণিতে জঙ্গিবাদ, বিশেষ করে আইএসের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে।

বাংলাদেশে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের নামে ব্লগার হত্যার মধ্য দিয়ে এদের কার্যক্রম প্রকাশ পেলেও সমাজে তাদের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। ব্লগার হত্যার কুশলী তৎপরতা এবং তাদের শনাক্ত করতে (রাজীব হত্যাকারীরা বাদে) অপারগতা শুধু সংশ্লিষ্ট বিভাগের ব্যর্থতাই প্রমাণ করে না, প্রশিক্ষণসহ জঙ্গিবাদের কার্যক্রমের দক্ষতা, সমাজে এদের প্রভাবেরও ইঙ্গিত দেয়। এদের সম্পর্কে আত্মতৃপ্তির কোনো সুযোগ নেই এই মর্মে যে বাংলার মাটিতে এরা ভিত গাড়তে পারবে না। বরং সত্যিকার অর্থে ভিত ভালো রকমই গাড়া হয়ে গেছে। লক্ষ করার মতো আরেকটি দৈনিকের শিরোনাম : 'দেশ-বিদেশে ডানা মেলেছে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম।'

খবরে প্রকাশ, এদের প্রশিক্ষণ ও তৎপরতা দুই-ই চলছে রীতিমতো সংগঠিতভাবে। এ খবরমাফিক 'সংগঠনের কার্যক্রম সমন্বয় করছেন সাত নেতা, মালয়েশিয়া-পাকিস্তানে বসে কলকাঠি নাড়ছেন পলাতক নেতারা, প্রবাসী শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করে নাশকতার ষড়যন্ত্র চলছে।' পাকিস্তান তো এখন ধর্মীয় জঙ্গিবাদের অভয়ারণ্যে পরিণত, শুরুটা যদিও মাদ্রাসাভিত্তিক তালেবানদের মাধ্যমে।

এ ব্যাপারে মালয়েশিয়া হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দেশ। জানি না মাহাথির-পরবর্তী মালয়েশীয় শাসকদের ইসলামী জঙ্গিবাদ সম্পর্কে কী অভিমত। মতামত যাই হোক সন্ত্রাসীরা যে সেখানে দানাপানি ভালোই পাচ্ছে এবং তাদের জন্য সেখানকার আবহাওয়া যে অনুকূল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন—একসময় গাদ্দাফি শাসিত লিবিয়া কিছুটা হলেও এ-জাতীয় ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশে এবং অন্যত্র এরা ও আইএসের প্রধান লক্ষ্য যে কট্টর ইসলামী মতাদর্শে রাষ্ট্র-গঠন কিংবা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের চরিত্রবদল ঘটানো, সে বিষয়ে ভিন্ন চিন্তার অবকাশ নেই। তাই মতাদর্শগত বিচারে এবং বাস্তব সম্ভাবনা বিচারে এদের সম্পর্কে নমনীয়তার কোনো সুযোগ নেই। সে নমনীয়তা বিশেষ রাজনৈতিক বিচারে কৌশলগত সুবিধা মনে করা হবে বিরাট ভুল, অন্যদিকে আত্মঘাতী।

তা ছাড়া আনসারুল্লাহ টিমের সংগঠনগত যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাতে রাজনৈতিক বিচারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রয়োজন অবশ্যই তাদের সাংগঠনিক মূলোৎপাটন, যদিও বর্তমান অবস্থায় তা খুবই কঠিন। কারণ মূল নেতৃত্ব কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিদেশে বসে। উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি এ ক্ষেত্রে তাদের সহায়ক। লক্ষ করার মতো আরো গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এদের নেতৃত্বে বিচিত্র পেশার ব্যক্তিদের উপস্থিতি।

যেমন পলাতক সেনা কর্মকর্তা, তেমনি ধর্মীয় শিক্ষাতাত্ত্বিক (উৎস মাদ্রাসা), তেমনি ব্যবসায়ী আমলা ও অনুরূপ শিক্ষিত পরিবারের সদস্য। ক্রমেই এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ছে, সাংগঠনিক বিস্তার ঘটছে দেশের মাটিতে এবং বিদেশে সংঘবদ্ধতায়। পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ একাধিক মুসলমানপ্রধান দেশে এরা গড়ে তুলতে শুরু করেছে নেতৃত্ব, সংগঠন ও কার্যক্রম পরিচালনার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। এরই মধ্যে এদের নিবেদিতপ্রাণ সদস্য সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছে গেছে।

এদের সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্য এখন বাংলাদেশে মাদ্রাসা ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়েছে বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। প্রমাণ মিলছে কিছু কিছু। এদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কোনো কোনো ধর্মবাদী এনজিও, যাদের সম্পর্কে অনেক আগেই সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। দুর্বোধ্য কারণে এদের সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একাংশের নমনীয়তা তাদের বংশবৃদ্ধি ও তৎপরতা বৃদ্ধির কারণ।

বাংলাদেশে কর্তৃপক্ষের আত্মতুষ্টি, ব্লগার হত্যাকারীদের শনাক্ত করে শাস্তিদানে ব্যর্থতা, সর্বোপরি ধর্মীয় জঙ্গি সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও নাশকতার ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক অনুধাবনের অভাবেই মনে হয় বাংলাদেশে আনসারুল্লাহসহ একাধিক ধর্মীয় জঙ্গি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। একসময়ে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব বিচিত্র নয় যে এরা নাশকতার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের শক্তি অর্জন করে ফেলেছে।

বাংলাদেশ সরকারের অনুধাবন করা দরকার যে এখনো সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব জঙ্গিবাদের প্রতি সমর্থন গৌণ পর্যায়ে। তবে অবহেলায়, অনীহায় তা যে বিস্ফোরক পর্যায়ে পৌঁছবে না এমন কথা কিন্তু নিশ্চিত বলা যায় না। তাই এ ক্ষেত্রে 'সময়ের এক ফোঁড়' জাতীয় আপ্তবাক্যটির তাৎপর্য মাথায় নিয়ে প্রতিরোধ ও প্রতিকারে তৎপর হওয়া দরকার। নিশ্ছিদ্র তল্লাশির মাধ্যমে শুধু অপরাধীদের ধরা নয়, এ-জাতীয় রাষ্ট্রবিরোধী সংগঠনের উচ্ছেদও সবার কাম্য।

মনে রাখতে হবে যে এখন দরিদ্র মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাই শুধু জিহাদি জঙ্গি সংগঠনগুলোর একমাত্র টার্গেট নয়, টার্গেট সচ্ছল বা বিত্তবান পরিবারের বেপথু সদস্য, যাদের মগজ ধোলাইয়ের কার্যক্রম পরিকল্পিতভাবে চলছে। স্বদেশে-বিদেশে সচল এদের সাংগঠনিক তৎপরতা, সেই সঙ্গে ব্লগার ও ভিন্নমতের ব্যক্তিদের হত্যার পরিকল্পনা ও তৎপরতা। হুঁশিয়ার হওয়ার ও সফল তৎপরতার সময় এখনই।

লেখক : কবি, গবেষক ও ভাষাসংগ্রামী